গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	***জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ*** মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার স্থান	:	মুখ্য সচিবের অফিস কক্ষ
সভার তারিখ	:	১৯/১০/২০১৫ (বেলা ৩.৩০ ঘটিকা)

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব এবং এ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং টীমের আহ্বায়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব উপস্থিত ছিলেন।

০২। উল্লেখ্য, গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখের সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী মৎস্য সম্পদ রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩) সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪) মৎস্য সম্পদ ও একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬) সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭) সন্দীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কিনা এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায়-এর কোন প্রভাব পড়বে কীনা সে বিষয়ে স্টাডি করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮) বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা যেতে পারে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
৯) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ	মৎস ও প্রাণিসম্পদ

ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।	মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০) বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২) সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৩) সমুদ্র বন্দর থেকে গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের তেল গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়া যাবে না। দেশের জনগণের কল্যাণ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তেল গ্যাস আহরণের জন্য ব্লক লীজ দিতে হবে।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১৪) দেশের সমুদ্র সীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়।
১৫) কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। মেরিন ড্রাইভ এবং সাগর তীরের মধ্যে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবে না।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৬) কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৭) প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	ক) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও খ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন, বিধি এবং প্রটোকলে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

০৩। ওয়ার্কিং টীমের আহ্বায়ক (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ সংক্ষেপে সভায় উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেশির ভাগ মন্ত্রণালয়ই Blue Economy'র পরিকল্পনা প্রেরণ করেনি। শুধুমাত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন পেট্রোবাংলা, ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্পারসো, নৌ-বাহিনী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কোস্টগার্ড প্রতিবেদন/পরিকল্পনা প্রেরণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার পর এক বছরেরও অধিককাল সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা থেকে বিস্তারিত পরিকল্পনা না পাওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

০৪। *বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :*

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা সমূহকে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হবে।

২) লীডিং বিভাগ হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

৩) মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনে জাহাজ Outsourcing করা/FAO-কে অনুরোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রমের বিষয়ে সেমিনার করা ছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আর কী করেছে তা ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করবে।

৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন যথেষ্ট নয়। পুনঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৬) Maritime University-তে কী কী কোর্স রয়েছে, ইতোমধ্যে কী করা হয়েছে, ভবিষ্যতে কী করা হবে ইত্যাদির বিস্তারিত পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানাবে।

৭) Maritime University নিয়ে মুখ্য সচিব ভিন্ন একটি সভা করবেন।

৮) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরকারি খরচে Multi-cliental Survey করার বিষয়টি পরীক্ষা করবে। BAPEX-এর অভিজ্ঞতা/দক্ষতা দিয়ে তা করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৯) কক্সবাজার-টেকনাফ ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রেরণ করবে।

১০) নদী ড্রেজিং বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাবে।

১১) দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রতিবেদন দিবে।

১২) নভেম্বর, ২০১৫ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ সংক্রান্ত পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

০৫। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৮.১০.১৫
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়